গবেষণা অভিসন্ধর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

নদী, পাহাড়, অরণ্য অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ বড় বিচিত্র। এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতিও বৈচিত্র্যময়। উত্তরবঙ্গের অরণ্যময় প্রকৃতির কোলে প্রাচীনকাল থেকে রাভা, কোচ, রাজবংশী, মেচ, বোড়ো, টোটো, ধিমাল, অসুর, সাঁওতাল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মানুষের বসবাস। উত্তরবঙ্গের এরকম বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি, মানুষ ও তাদের বিচিত্র সংস্কৃতির কথা বাংলা কথাসাহিত্যে নেই বললেই চলে। বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যত উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখা হয়েছে তার বেশিরভাগই কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গ কেন্দ্রিক। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ও পরিবার জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং ঘাত-প্রতিঘাতকে সাহিত্যিকেরা কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গ ঘনিষ্ঠ জীবনের আধারে সাহিত্যে পরিবেশন করেছেন। স্বাভাবিকভাবে সেই সমস্ত কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের জীবনবীক্ষা অনুপস্থিত। অথচ আমরা জানি যে, উত্তরবঙ্গের প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতির মানুষ, তাদের সমাজ, সংস্কার প্রভৃতি নানা দিক থেকে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র। অমিয়ভূষণই প্রথম সাহিত্যিক যিনি তাঁর উপন্যাসে উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ ও তাদের বিচিত্র সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের মানুষকে উত্তরবঙ্গের বাস্তব ভৌগোলিক পটভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে স্বমহিমায় তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি এবং চরিত্রগুলি যদিও পুরোপুরি বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়, সাহিত্যের শর্তাবলীকে অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণে সেগুলিকে রূপ দিয়েছেন। বক্ষ্যমান গবেষণার মূল লক্ষ্য অমিয়ভূষণ মজুমদার রচিত উপন্যাসে বিধৃত উত্তরবঙ্গের পটভূমি এবং সেই পটভূমিতে চিত্রিত চরিত্রদের পর্যালোচনা।

প্রথম অধ্যায়
অমিয়ভূষণ মজুমদারের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আবির্ভাবে বাংলা কথাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। অমিয়ভূষণের জন্ম কোচবিহারের মামাবাড়িতে। কিন্তু তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের পাবনা জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে। সেই গ্রাম ছিল অমিয়ভূষণের ধ্যান, জ্ঞান ও স্বপ্ন। যদিও পূর্ববঙ্গের পাকুড়িয়ায় তিনি খুব বেশিদিন ছিলেন না। শৈশব ও যৌবনের কয়েকবছর ব্যতীত অমিয়ভূষণের বাকি জীবন কোচবিহারেই অতিবাহিত হয়। সমকালীন পূর্ববঙ্গের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশভাগজনিত নানা সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে অমিয়ভূষণ সপরিবারে এপারে চলে আসেন। দেশ ত্যাগের এই মর্মান্তিক বেদনাকে অমিয়ভূষণ তাঁর একাধিক উপন্যাসে উদ্বাস্তু-অনুষঙ্গে বিভিন্ন ভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের নানা দ্বন্দ্ব ও বোদনার অভিঘাতের অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে করেছে বাস্তব জীবনানুসারী। তাঁর রচনায় রয়েছে কাব্যিক কোমলতা ও ভাষা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বলতে পারি তিনি সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক। তথাকথিত কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যিক পরিমণ্ডল থেকে দূরে উত্তরবঙ্গে অবস্থান করেও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ধরনের অবদানের জন্য তিনি বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ পুরস্কার, বঙ্কিমস্মৃতি পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, শরৎ চ্যাটার্জী গোল্ড মেডালিষ্ট পুরস্কার, কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কার। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে অমিয়ভূষণের জন্ম, বংশপরিচয়, শৈশব, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও তাঁর সাহিত্য কৃতির পরিচয় দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও অমিয়ভূষণ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কথাসাহিত্যে অমিয়ভূষণের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বিংশ শতাব্দী বিশেষভাবে

তাৎপর্যপূর্ণ। এই অধ্যায়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারের সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পরিচয় পেতে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের উত্তাল পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে। ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত সময়কালে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দেশভাগ, স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, বর্গা আইন প্রভৃতি নানা কারণে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করেছিল। সমাজের সর্বত্র শুরু হয়েছিল নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়। বিংশ শতাব্দীর এই অস্থির পরিস্থিতির হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। শিল্পী সাহিত্যিকেরা তাদের সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে বিংশ শতাব্দীর এই অস্থির সময় ও সমাজকে তুলে ধরেছেন। কল্লোল ও কল্লোল পরবর্তী লেখকেরা মূলত এই বিপর্যস্ত সময় ও সমাজের অংশীদার। এককথায় বক্ষ্যমাণ গবেষণা সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে অমিয়ভূষণের সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণের আবির্ভাব ও অবদান বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস পর্যালোচনা

অমিয়ভূষণ মজুমদার রচিত উপন্যাসগুলির বেশিরভাগই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে ছিল। পরবর্তীতে সেগুলি দে'জ পাবলিশিং কর্তৃক প্রকাশিত 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্রে' মুদ্রিত হয়েছে। এযাবৎ প্রকাশিত 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্রে'র একাদশটি খণ্ডে অমিয়ভূষণের মোট ছাব্বিশটি উপন্যাস পাওয়া গেছে। এই অধ্যায়ে অমিয়ভূষণ রচিত উপন্যাসগুলিকে প্রকাশকাল অনুসারে সাজিয়ে উপন্যাসগুলির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. উপন্যাসে বিধৃত উত্তরবঙ্গের পটভূমি:

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসগুলি নিবিড়ভাবে পাঠ করতে গিয়ে দেখা যায় তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গীর নতুনত্বে তাঁর রচিত প্রতিটি উপন্যাস স্বতন্ত্র। 'উপন্যাসে বিধৃত উত্তরবঙ্গের পটভূমি' শীর্ষক এই উপঅধ্যায়ের শুরুতেই 'পটভূমি'

সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। 'উত্তরবঙ্গ' এই বিশেষ ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার সীমানার অতীত ও বর্তমানের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আমরা জানি ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী, আবহাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্থানীয় অধিবাসীদের মানসিক গড়ন প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র। উত্তরবঙ্গের এই স্বতন্ত্রচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য অমিয়ভূষণের যে উপন্যাসগুলির পটভূমিতে উঠে এসেছে মূলত সেগুলিকে গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচনায় রাখা হয়েছে। আমরা দেখেছি 'দুখিয়ার কুঠি', 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'মধু সাধুখাঁ', 'বিনদনি', ' মাকচক হরিণ', 'হলং মানসাই উপকথা' এবং 'সোঁদাল' প্রভৃতি উপন্যাসে অমিয়ভূষণ উত্তরবঙ্গের বিশেষ পটভূমিকা ব্যবহার করেছেন। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান, পাহাড়-অরণ্য-নদী, সমতল বেষ্টিত ভূ-ভাগের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। উত্তরবঙ্গের এই রকম বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশেই বিচিত্র জনজাতির বসবাস। তাদের বিচিত্র ভাষা ও বিচিত্র সংস্কৃতি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অরণ্যচারী কৌমজনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনে নানারকম সংকট ঘনিয়ে এসেছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের আদিম কৌম জনগোষ্ঠীর মানুষের সেই সংকটগুলিকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। আর সেই সংকটগুলিকে রূপ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে কীভাবে উত্তরবঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জনজীবন ও তাদের সংস্কৃতিকে পটভূমি হিসেবে তুলে ধরেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

খ. উপন্যাসে পটবিধৃত মানুষজন বা চরিত্র:

উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত 'দুখিয়ার কুঠি', 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'মধু সাধুখাঁ', 'বিনদনি', 'মাকচক হরিণ', 'হলং মানসাই উপকথা' এবং 'সোঁদাল' প্রভৃতি উপন্যাসে অমিয়ভূষণ বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আমরা জানি অমিয়ভূষণ একজন ব্যতিক্রমী স্রষ্টা। উপন্যাস-রচনার প্রচলিত বাঁধাধরা গণ্ডী থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। তিনি তাঁর উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে শহুরে উচ্চবিত্ত বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অপেক্ষা গ্রামীণ নিম্নবিত্ত, ছিন্নমূল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে বেশি করে চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। অসাধারণ দক্ষতায় নির্মিত সেই চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যে স্বমহিমায় আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। এই অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে যে সমস্ত চরিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, সেই সমস্ত চরিত্রের চরিত্র হিসেবে সার্থকতা, উপন্যাসে তাদের ভূমিকা এবং নির্দিষ্ট পটভূমির সঙ্গে তাদের আন্তরিক যোগের কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক বিচার:

অমিয়ভূষণ মজুমদার বাংলা ভাষার একজন ব্যতিক্রমী স্রষ্টা। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর বিচারে তাঁর প্রতিটি উপন্যাস স্বতন্ত্র। এছাড়া অমিয়ভূষণের প্রতিটি উপন্যাসের রচনাকৌশলও তাঁর একান্ত নিজস্ব। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও ভাষা নির্মাণ কৌশলের সাহায্যে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গী রচনা করেছেন। তাঁর এই স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গী বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র শৈলীর সূচনা করেছে। স্বাভাবিকভাবে তাঁর উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক আলোচনায় শৈলীর প্রসঙ্গ চলে এসেছে। কিন্তু গবেষণা অভিসন্দর্ভে আধুনিক শৈলী বিজ্ঞান অবলম্বনে তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার করা হয়নি, পরিবর্তে প্রাচীন ভারতের কাব্যতত্ত্বের রীতিবাদ অবলম্বনে সংক্ষেপে তাঁর উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
উপন্যাসে অমিয়ভূষণের স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা

অমিয়ভূষণ মজুমদার বাংলা সাহিত্যে প্রথানুসরণ ও প্রতিষ্ঠানানুকরণ বিরোধী কথাসাহিত্যিক। বিংশ শতাব্দীর জটিল মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রচলিত স্রোতে গা না ভাসিয়ে তিনি নিজের মতো করে উপন্যাস রচনা করেছেন। আমরা জানি নিজস্ব রচনার গুণে অমিয়ভূষণের প্রতিটি উপন্যাস সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি বিষয়, কাহিনিবিন্যাস, চরিত্র, ভাষা ব্যবহার, প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে স্বতন্ত্র। বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভের বর্তমান অধ্যায়ে অমিয়ভূষণের উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন, কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, ভাষা ব্যবহার সর্বোপরি অরণ্য ও আরণ্যক প্রকৃতির উপস্থাপনে স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

অমিয়ভূষণ উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গে বসেই তিনি আজীবন নিরলসভাবে সাহিত্যসাধনা করেছেন। অমিয়ভূষণ তাঁর নিজের চোখে দেখা পাহাড়-অরণ্য-নদীবেষ্টিত উত্তরবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের